মিটিং-মিছিল জমায়েত ঃ সমাজ মন

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সামনে জুলিয়াস সীজারের নিহত দেহ। তাঁকে খুন করাটা যে কত যুক্তিযুক্ত, তার জবাব দিহি চালাচ্ছেন খুনিরা — একদম জনতার সামনে। এই সব সীজার-বিরোধিতা এবার সীজার পক্ষের অ্যান্টনিকে একটা বক্তিমে দেওয়ার জন্য চান্স দিলেন — গণতন্ত্র রক্ষা করতে হবে তো!

অ্যান্টনি শুরু করলেন, "Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears;..." তোমাদের কান ধার দাও, আমি তোমাদের (সাদা - blank parchment) দলিল পড়ে শোনাবো, তাতে তোমরা খেপে যাবে ("It will influance you, it will make you mad.)। সীজার তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ৭৫ দ্রাখিমা বরাদ্দ করেছেন... ইত্যাদি। এবার জনতা যখন খেপে গিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে নগর পোড়াতে চলেছে স্রেফ 'মিথ্যা' 'অলিখিত দলিল' শুনে, তখন অ্যান্টনির উক্তি, "Now let it work. Mischief. Thow art afoot."

জমায়েত এবার অন্যদিকে বাঁকা নেয়। তৈরি হয় 'সাইট অব্ ড্যাণ্ডালিজম্ - দাঙ্গা ফাসাদ। কিন্তু যে কথাটা বলবার, শেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার নাটকটির যতগুলো প্রয়োজন আজ অব্দি দেখেছি, তাতে লক্ষ করেছি, জনতা উন্মত্ত হয়ে যখন দাঙ্গা ফাসাদে বেরিয়ে পড়ছে, তখন একটি মানুষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে, যেন তিনি 'বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।', যেন তাঁর ধীরস্থির মস্তিষ্কে বিবেচনা করছেন ঘটনা-পরম্পরা। অর্থাৎ আজকাল যাকে বলা হয়, গণমাধ্যমের সাহায্যে Consent manufacture করা, সেটা যেন ঐ এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে করেই উঠতে পারলেন না অ্যান্টনি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ঐ একক ব্যক্তির সাপেক্ষেই একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে মিছিল জমায়েতও ইত্যাদি সমাজ-মন-রাজনীতি একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি; প্রশ্ন তুলি কতকগুলো ঃ মিছিলের বা জমায়েত-এর ক্ষেত্রে জনতার স্বত-স্ফূর্ততা কতটা কাজ করে? ইচ্ছুক অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয়, আবার অন্য/অপর- নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার প্রকাশ হয় না তো?

এ বিষয়ে ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ মশাই-এর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। লোকাল ট্রেনের কামরায় সামান্য একটা কারনে তুমুল গণ্ডগোল শুরু হয়। ট্রেন বন্ধ। হঠাৎ দেখা গেল এক ভদ্রলোক কোথা থেকে একটা টুল জোগাড় করে, তার ওপর দাঁড়িয়ে গরমাগরম বক্তিমে দিতে শুরু করলেন। তারপরই জমায়েত পাত্‌লা হয়ে গেল। ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ ঐ ভদ্রলোককে চিনতেন। তিনি সি আই ডি স্পেশাল ব্রাঞ্চের সম্মানীয় কর্মচারী। এবং এধরনের ভেন্টিলেটর তৈরি করে টেনশন বের করে দেওয়ার তরিকাকে বলা হয় Crafted agitation!

আমার মাস্টারমশাই জ্যোতি ভট্টাচার্য শেকস্‌পীয়ার পড়াতে পড়াতে হঠাৎ একদিন বললেন, "আচ্ছা, ন্যাশনাল চ্যানেলে (তখন অন্য কোনো টিভি চ্যানেলস্‌ ছিলো না) এমন সব ছবি দেখানো হয়, যেমন অন্ধা কানুন, তাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে যায়, তবু দেখানো হয় কেন?" উত্তরটা উনিই দিয়েছিলেন, আমজনতার হয়ে কেউ একজন (তখন জয়-বিজয়ের রাজত্ব!) অন্যায় অবিচার রুখে দিচ্ছে, দেখতে পেলে আমজনতার স্নায়ু প্রশমিত হয়, আর খাস্‌ তখন নিশ্চিন্তে থাকেন। এইভাবেই আমাদের Cathar sis এর তত্ত্বকথা বুঝিয়ে ছিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য।

তাহলে জনতার (অ ?) স্বতস্ফূর্ত ভাবপ্রকাশকে কি নেতিবাচকতায় দেখবো আজকাল? আজকাল বলে নয়, বহুকাল আগে সক্রেটিসকে যখন গণ-তান্ত্রিক ভাবে (ভোটাভুটি মারফৎ) মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তখন সক্রেটিস ও ক্রিতোর সংলাপ এরকম ঃ

"ক্রিতো ঃ কিন্তু, তুমি দেখছো সোক্রেটিস, লোকমত সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া দরকার। তোমার যা ঘটেছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে জনতা মানুষের ক্ষুদ্রতম নয়, বৃহত্তম ক্ষতিসাধন করতে পারে, যদি সেই মানুষ তাদের কাছে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত হয়।

সোক্রেটিস ঃ আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি। ক্রিতো, জনতা মানুষের বৃহত্তম ক্ষতি করতে সমর্থ হোক, তাহলে তারা সর্বশ্রেষ্ট মঙ্গলও করতে সক্ষম হবে। আর তা ভালোই হবে। কিন্তু আমরা ব্যাপারটা এই, তারা ভালো ও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না। তারা কাউকে জ্ঞানীও করতে পারে না। নির্বোধও করতে পারে না; তা করে তা একেবারেই কার্যকারণরহিত সংঘটন। (তর্জমা ঃ মৃধাকান্ত দে)

।। ২।।

তাহলে কি মিটিং-মিছিল-জমায়েৎ কে শেষ অব্দি নঞর্থক মানেতে পড়বো- বুঝবো? ব্রাজিলের ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে আন্দোলন, ইজিপ্টের মিছিল বা বাংলাদেশের রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে যে জনতার আলোড়ন আমরা সাম্প্রতিক কালেই দেখছি, তা কি কোনো আশার আলো জাগায় না?

সমস্যাটা বোধহয় জনতার অভিষ্টের সমসত্ত্বতা নিয়ে —। যখন মিটিং-মিছিলে মানুষ একত্রিত হয়, তখন জনতার ভাবনাগুলো কি একই রকম ছাঁচে ফেলা থাকে? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে মিছিল করার সময়, সবাই যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে মিছিলে হাজির হয়েছেন তা নয়। আমার মত যদি বা হয়। "নিসর্গনাশক শিল্প চাই না" তো আরেকজন ভাবছেন, "শিল্প হোক, তবে এভাবে নয়।" কেউবা ভাবছেন সরকারের x পার্টির বদলে y পার্টি এলে কি কি কলাটা মুলোটা পাবেন ইত্যাদি।

অথচ ছোটবেলাতেই সাইকোলজির পাঠ্যবইতে পড়ে ফেলেছি mass psychology-র সমসত্ত্বকরন প্রক্রিয়ার কথা: স্টেডিয়াম-মানসিকতার কথা। স্টেডিয়ামে মানুষের ব্যক্তিচরিত্র এমন কী শ্রেনিচরিত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। মিটিং-মিছিলের ক্ষেত্রেও কি তাই? 'মিটিং-মিছিল' শব্দটা ব্যবহার করছি বারবার। বৈয়াকরনরা বলবেন এটা সমাস বদ্ধ পদ এবং বাংলা

ভাষায় এটা অতিথি শব্দ। এমন কী জমায়েৎ বা দাঙ্গাও তাই — ভিন্ন ভাষা থেকে নেওয়া শব্দ। তার মানে কি টিভি. ফ্রিজ ইত্যাদি শব্দগুলো আমার আগে যেমন ঐ বস্তু গুলোর অস্তিত্ব আমাদের সংস্কৃতিও ছিল না, তেমনি কি ঘটেছে মিটিং-মিছিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে? সংস্কৃতে 'শোভাযাত্রা', 'পদযাত্রা' ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও তাদের অর্থবোধ মিটিং মিছিলের ধারকাছ ঘেঁষে না। শ্রীচৈতন্যের নামসংকীর্তন সহ শোভাযাত্রা কি আজকের মিছিলের সমধর্মী?

দ্বিতীয়তঃ মিছিলের সঙ্গে সমাসবদ্ধ মিটিং আর অনুষঙ্গিত জমায়েৎ। মিছিলের শুরু কারো না কারোর সংঘবদ্ধ মিটিং-এ এবং অন্তিমে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) জমায়েৎ-এর মধ্যে মিটিং-এ। অতএব অনুষঙ্গটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

জমায়েৎ-এর চরিত্র সচরাচর যেটা আমরা দেখি, তা অবশ্যই 'খাড়াখাড়ি' (vertical)। মিছিলের আপাত আড়াআড়ি অবস্থান ভেঙে যায় অন্তিম জমায়েৎ-এর মঞ্চ পাদপীঠ আর জনতার খাড়াখাড়ি অবস্থানে। সতীনাথের ঢোঁড়াই চরিতি মানসের 'গানহীবাওয়ার বার্তা' অংশটা খেয়াল করবেন। গানহী বাওয়া চরকা বুনতে বুনতে মাইকে বক্তিমে দিচ্ছেন — আর বহুদূরে দাঁড়িয়ে আছেন নিম্নবর্গরা। গানহী কি বলছেন, তা তাঁদের মরমে পৌঁছছে না, তথাপি গানহী 'বড়া গুনী আদমি'। জমায়েৎ খাড়াখাড়ি

।। ৩।।

হিন্দ্ স্বরাজে গাঁধি বাবা তীব্র নিন্দা করছেন দ্রুত গতির রেলযাত্রার, বলছেন পায়ে হেঁটে তীর্থ যাত্রার কথা – তাতে মানুষে মানুষে সংযোগ বাড়ে, সংলাপ তৈরি হয়, দূষণ হয় না। নগরের জরুরি পরিষেবা বন্ধ রেখে মিছিল করলে কি সেই উত্তাপ পাওয়া যায়?

বাদল সরকারের 'মিছিল' নাটকের অন্তিমে দর্শক আর অভিনেতাদের দূরত্ব ঘুচে গিয়ে সবাই সবার হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়ান এবং গোল হয়ে ঘুরতে থাকেন। অঙ্গনমঞ্চের আড়াআড়ি অবস্থান আরো ঘনিষ্ঠ হয়, হাতের উত্তাপ অনুভব করি আর প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান শুনি, "মিছিল করতে গিয়েই আমি চিনি মানুষ জন....।" □